অধ্যায় - ৩২

গুরু ও ঈশ্বরের খোঁজ, উপবাস অমান্য, বাবার 'সরকার'।

এই অধ্যায়ে হেমাডপন্ত দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন- ১) বাবার নিজের গুরুর সাথে কিভাবে দেখা হয় এবং তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন কিভাবে লাভ হয়? ২) শ্রীমতি গোখলেকে, কিনি তিনদিন ধরে উপবাস করছিলেন, 'পুরণপোলী' খাওয়ান।

প্রস্তাবনা ঃ-

শ্রী হেমাডপন্ত অশ্বথ গাছের উপমা দিয়ে এই গোচর সংসারের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তার জড় উপরের দিকে ও শাখাগুলি নীচের দিকে ছড়িয়ে আছে। "উর্দ্ধমূলমধঃশাখম্" (গীতা ১৫ অধ্যায়, শ্লোক ১)। সেই রকমই সংসারের মূল থাকে উপরে অর্থাৎ মায়াশক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্মে। শাখা-প্রশাখা রূপী কর্মকাণ্ড মানুষের জন্য নিচের দিকে বিস্তৃত হয়। ত্রিগুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের) দ্বারা সেই কর্মকাণ্ড পুষ্টি লাভ করে ও তার মূলগুলি ইন্দ্রিয়ের কাম্য পদার্থ। কর্মরূপী জড়গুলি সৃষ্টির মানবের দিকে ছড়িয়ে আছে। এই গাছটিকে বড় বিচিত্র রূপে রচনা করা হয়েছে। এর আকার, উদগম ও শেষের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। অরি নাই বোঝা যায় এর আধার। এই কঠোর জড়ের সংসাররূপী বৃক্ষকে নষ্ট করার জন্য কোন বাহ্য মার্গ অবলম্বন করা অত্যন্ত আবশ্যক, যাতে এই অসাড় সংসারে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এই পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য কোন যোগ্য পথপ্রদর্শক (গুরু) পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। **অনেকে অতীব বিদ্বান অথবা বেদ-বেদান্তে পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারে না, যতক্ষন না তাকে সাহায্য করার জন্য কোন যোগ্য পথপ্রদর্শক এসে দাঁড়ায়। তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করলে পথের গহ্বর এবং হিংস্র প্রাণীদের ভয় থেকে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে।** এই ভাবে সংসার যাত্রা সুগম ও সফল হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়ে বাবার অভিজ্ঞতা যা তিনি স্বয়ং বলেছেন- সত্যিই আশ্চর্য্য জনক। যদি আমরা মন দিয়ে সেগুলি শুনি তাহলে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মুক্তি নিশ্চয়ই লাভ করব।

অন্বেষণ ঃ-

এক সময় আমরা চারজন সহপাঠী এক সাথে ধার্মিক এবং অন্যান্য পুস্তক অধ্যয়ন করছিলাম। এইরূপ প্রবুদ্ধ হয়ে আমরা ব্রহ্মের মূল স্বরূপের বিষয়ে আলোচনা করতে শুরু করি। একজন বলল যে- "আমাদের স্বয়ং নিজেদের জাগ্রত করা উচিত, অন্যদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।" এই কথার উপর দ্বিতীয়জন বলল- "যে মন নিগ্রহ করে নিয়েছে, সেই ধন্য। নিজেদের সংকীর্ণ বিচার ও ভাবনা থেকে মুক্ত হতে হবে কারণ এই সংসারে আমাদের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই।" এবার তৃতীয়জন বলে- "এই সংসার পরিবর্তনশীল। কেবল নিরাকারই শাশ্বত। অতএব সত্য ও অসত্যের বিবেক থাকা দরকার।" তখন চতুর্থ জন (স্বয়ং বাবা) বলেন- **"কেবল পুঁথিগত বিদ্যা বা জ্ঞান দিয়ে কোন লাভ হয় না। আমাদের নিজেদের কর্তব্য অবশ্যই করা উচিত।** দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে শরীর, মন, সম্পত্তি এবং পঞ্চপ্রাণাদি সর্বব্যাপক গুরুদেবকে অর্পণ করে দেওয়া উচিত। গুরু ভগবান, সবার সংরক্ষক।" এই ভাবে তর্কাতর্কির পর আমরা চারজন বনে ঈশ্বরের খোঁজে বেরোই। আমরা চারজন বিদ্বান, কারো সাহায্য না নিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র বুদ্ধির জোরে ঈশ্বরের খোঁজ করতে চাইতাম। পথে একটি নিম্ন জাতির লোকের ('বঞ্জারা') সাথে আমাদের দেখা হয়। সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে- "আপনারা এত গরমে কোথায় চলেছেন?" প্রত্যুত্তরে আমরা জানাই- "জঙ্গলে খুঁজে দেখছি।" তখন সে জিজ্ঞাসা করে- "কি খুঁজছেন, দয়া করে সেটাই বলুন।" আমরা ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে যাই। আমাদের এই ভাবে নিরুদ্দেশ্যে ঘন জঙ্গলে পথভ্রান্ত দেখে ওর আমাদের উপর দয়া হয়। অতি বিনম্র হয়ে আমাদের নিবেদন করে বলে- "আপনারা নিজেদের গোপনীয় খোঁজের কথা আমায় না জানালেও আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি যে, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তাপে আপনারা অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন। দয়া করে এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে একটু জলপান গ্রহন করুন। আপনাদের ধীর ও নম্র হওয়া উচিত। পথপ্রদর্শক ছাড়া এই অপরিচিত ভয়ানক বনে বৃথা ঘুরে বেরিয়ে কোন লাভ হবে কি?" ওর বিনম্র প্রার্থনা কোনরূপ গ্রাহ্য না করে আমরা এগিয়ে যাই। আমদের এই ধারণাই ছিল যে, লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে আমরা স্বয়ং সক্ষম। তাহলে অন্য কারো সাহায্যের কি দরকার? জঙ্গলটি খুবই বিশাল ও ঘন ছিল। বৃক্ষগুলি এত্ উঁচু ও ঘন যে, সেখানে সূর্য্যের আলোও পৌঁছছিলনা। শেষে পরিণাম এই হলো যে, আমরা পথ ভুলে অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে ভাগ্যবশে আবার ঐ স্থানেই গিয়ে পৌঁছই, যেখান থেকে একটু আগে প্রস্থান করেছিলাম। তখন আবার সেই ব্যক্তিটির সাথে দেখা হয়। সে বলে- "নিজেদের চাতুর্যের উপর নির্ভর করে

আপনারা পথভ্রান্ত হলেন। প্রত্যেক ছোট-বড় কাজে পথপ্রদর্শকের দরকার হয়। ঈশ্বরের প্রেরণার অভাবে সৎপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়। **খালি পেটে কোন কাজের ফল পাওয়া যায় না। তাই যদি কেউ আগ্রহ করে ভোজনের জন্য আমন্ত্রিত করে, তাহলে সেটা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। অন্ন ভগবানের প্রসাদ, সেটি অগ্রাহ্য বা মানা করা উচিত নয়। যদি কেউ খেতে অনুরোধ করে তাহলে সেটা নিজের সফলতার প্রতীক জানবেন।**" এই বলে ও আবার অন্ন গ্রহণ করতে অনুরোধ করে। তবুও আমরা ওর অনুরোধ উপেক্ষা করে ওকে মানা করে দিই। ওর সরল ও গুঢ় উপদেশ পরীক্ষা না করেই আমার তিনটি সহপাঠী সেখান থেকে চলে যায়। পাঠকগণ সহজেই অনুমান করতে পারবেন কতখানি জেদী ও একগুঁয়ে ছিল তারা। আমি ক্ষিধে এবং তেষ্ঠায় বিচলিত ছিলামই, উপরন্তু ঐ ব্যক্তিটির অপূর্ব প্রেম আমায় আকর্ষিত করে। যদিও আমরা নিজেদের অত্যন্ত বিদ্বান বলে মনে করতাম, কিন্তু দয়া ও কৃপা কাকে বলে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না। এক শুদ্র, অশিক্ষিত, গ্রাম্যলোক হওয়া সত্ত্বেও ওর মনে মহান দয়া ছিল। তাই সে আমাদের বার-বার অন্ন গ্রহণ করতে অনুরোধ করছিল। **যারা নিঃস্বার্থে অন্যদের ভালবাসে, তারাই সত্যকার মহান।** আমি ভাবলাম লোকটির অনুরোধ স্বীকার করাটাই জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য শুভ আবাহন। তাই ওর দেওয়া শুকনো রুটি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহন করলাম।

ক্ষুধা নিবারণ হতেই দেখি যে, গুরুদেব আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন- "এই সব কি হচ্ছিল?" আমি তখন সব ঘটনাগুলি তাঁকে বললাম। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন- **"আমি তোমার হৃদয়ের সমস্ত ইচ্ছে পুরণ করে দেব। কিন্তু যে আমার উপর বিশ্বাস রাখবে, শুধু সে-ই সফল হবে।"** আমার তিনটি সহপাঠী তাঁর কথা বিশ্বাস না করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। আমি তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আদেশ পালন করার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। এরপর তিনি আমায় একটা কূয়োর কাছে নিয়ে গেলেন। দড়ি দিয়ে পা বেঁধে আমায় কূয়োতে উল্টো টাঙ্গিয়ে দিলেন। আমার মাথা নীচে ও পা উপরে ছিল। মাথাটা ছিল জল থেকে প্রায় তিন ফুট উপরে। হাত দিয়ে জল ছোঁবার বা মুখে জল যাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমায় এই ভাবে উল্টো টাঙ্গিয়ে জানি না তিনি কোথায় চলে গেলেন। প্রায় চার-পাঁচ ঘন্টা পর ফিরে এলেন এবং আমায় কূয়ো থেকে বাইরে বার করে আনলেন। তারপর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার ওখানে কিরকম মনে হচ্ছিল?" আমি উত্তর দিই- "পরম আনন্দ অনুভব করছিলাম। আমার মতন মূর্খ এই রকম আনন্দ কি ভাবেই বা ব্যক্ত করতে পারে?" আমার উত্তর শুনে গুরুদের অত্যন্ত প্রসন্ন হন

এবং তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেন। আমার প্রশংসা করে আমায় নিজের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যান। একটি চড়াইপাখি নিজের ছানাদের যেভাবে দেখা-শোনা করে, ঠিক সেই ভাবে তিনি আমারও আদর-যত্ন করতেন। কত সুন্দর ছিল সেই আশ্রম। সেখানে আমি নিজের মা-বাবার কথা ভুলে যাই। অন্যান্য আকর্ষণও দূর হয়ে গিয়েছিল এবং আমি সহজেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাই। আমার সব সময় মনে হত যে, তাঁর বুকের মাঝেই লুকিয়ে থাকি। যদি কখনও চোখের সামনে তাঁর মূর্ত্তিটি না ভাসত - তবে মনে হতো অন্ধ হয়ে যাওয়াই ভালো। এইরকম ছিল সেই আশ্রম। সেখানে পৌঁছে কেউ খালি হাতে ফেরেনি। তিনি আমার ঘর-বাড়ী, মাতা-পিতা, ধন-সম্পত্তি-সর্বস্ব ছিলেন। আমার ইন্দ্রিয়গুলি নিজেদের কর্ম ছেড়ে আমার চোখে কেন্দ্রিভূত হয়ে যায় এবং আমার চোখ তাঁর উপর। আমার এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে, দিন-রাত আমি তাঁরই ধ্যানে নিমগ্ন থাকতাম। আমার আর কোন কথারই জ্ঞান ছিল না। **এই ভাবে ধ্যান ও চিন্তন করতে-করতে আমার মন ও বুদ্ধি স্থির হয়ে যায়।** আমি স্তব্ধ হয়ে মনে-মনেই তাঁকে প্রণাম করতাম। অন্য অনেক আধ্যাত্মিক কেন্দ্র আছে, যেখানে এক ভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। সাধক সেখানে জ্ঞানপ্রাপ্ত করতে যায় এবং দ্রব্য ও সময়ের অপব্যয় করে। কঠিন পরিশ্রমও করে কিন্তু শেষে অনুতাপ হয়। সেখানে গুরুর গুপ্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের অভিমান দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা পবিত্র ও শুদ্ধ হওয়ার অভিনয় ত করেন, কিন্তু তাঁদের মনে দয়া লেশমাত্রও দেখা যায় না। তাঁরা উপদেশ দেন বেশী ও নিজেদের কীর্তির স্বয়ংই গুণগান করেন। কিন্তু তাঁদের শব্দ হৃদয় ভেদী হয় না। তাই সাধকও তৃপ্তি পায় না। এমনি অবস্থায় আত্মদর্শন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরনের কেন্দ্র সাধকদের জন্য কতটা হিতকর বা সেখানে কোন উন্নতি কি করে আশা করা যেতে পারে? যে গুরুর শ্রী চরণের বর্ণনা একটু আগে করলাম, তিনি ছিলেন ভিন্ন শ্রেণীর। কেবল তাঁর কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে আপনা-আপনি অনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে গেল এবং আমায় কোন চেষ্টা বা বিশেষ অধ্যয়ন করার দরকার হল না। আমায় কোন বস্তু খোঁজারও দরকার হল না বরং প্রত্যেকটি বস্তু দিনের আলোর ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কেবল গুরুই জানেন যে কি ভাবে কূয়োতে আমাকে উল্টো করে টাঙ্গানো আমার জন্য পরামানন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমার ঐ তিনটি সহপাঠীদের মধ্যে একজন মহান কর্মকাণ্ডী ছিল। কর্ম করে কি ভাবে তার থেকে অলিপ্ত থাকা যেতে পারে, সেটা ও ভালো ভাবে জানত। দ্বিতীয়জন ছিল জ্ঞানী, সর্বদা জ্ঞানের অহংকারে মত্ত থাকত। তৃতীয়জন ঈশ্বরভক্ত এবং অনন্য রূপে ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানকেই কর্তা মানত। যখন ওরা এইরূপ তর্কালোচনা করছিল, তখনই

ঈশ্বর সম্বন্ধী প্রশ্ন ওঠে এবং কারো সাহায্য না নিয়েই, ওরা নিজেদের স্বতন্ত্র জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ঈশ্বরের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

শ্রীসাই, বিবেক ও বৈরাগ্যের প্রত্যক্ষ মূর্তি স্বরূপ, এই তিনজনের সঙ্গে ছিলেন। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে- "স্বয়ং ব্রহ্মের অবতার হয়ে তিনি ঐ লোকেদের সঙ্গে মিশে এমন বোকা সাজলেন কেন?" অবতারপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি এক শুদ্র পথিকের ভোজন সানন্দে গ্রহণ করেন কারণ তিনি বিশ্বাসই করতেন 'অন্নম্ ব্রহ্ম'। ভোজনের আগ্রহ উপেক্ষা করলে এবং গুরু ছাড়াই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে চাইলে তাদের কি দশা হয়, তারই এক উদাহরণ প্রস্তুত করেন। শ্রুতি বলে যে বাবা, মা ও গুরুর পূজো এবং ধার্মিক গ্রন্থের (শাস্ত্র) অধ্যয়ন করা উচিত। এইগুলি চিত্ত-শুদ্ধির পথ এবং **যতক্ষন চিত্ত শুদ্ধ না হয় ততক্ষন আত্মানুভূতি আশা করা বৃথা।** এই ভাবে জ্ঞান ও তর্ক আমাদের কোন সাহায্য করতে পারে না। **শুধু গুরু-কৃপা দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব।** শ্রী সাইয়ের দরবারে নানা রকমের লোকেদের দর্শন হত। দেখো, জ্যোতিষীরা আসছেন এবং ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যান করছেন। অন্যদিকে রাজকুমার, শ্রীমান, সম্পন্ন ও নির্ধন, সন্ন্যাসী, যোগী ও গায়ক দর্শন করতে আসছে। এমন কি এক অতি শুদ্রও দরবারে এসে বাবাকে প্রণাম করে বলে, "সাই-ই আমার বাবা-মা এবং এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত করে দেবেন।" আরো অনেকে - ঐন্দ্রজালিক, অন্ধ, পঙ্গু, নাথপন্থী, নর্ত্তক ও শিল্পী ইত্যাদি বহু রকমের লোক - বাবার দরবারে আসত। সেখানে তাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা হতো। এই ভাবে উপযুক্ত সময় সেই পথিকটিও আবির্ভূত হয় এবং যে চরিত্রটি ওকে অভিনয় করতে দেওয়া হয় সেটা ও সম্পন্ন করে। কূয়োতে ৪-৫ ঘন্টা উল্টো টাঙ্গানো থাকাটা আমাদের একটা সামান্য ঘটনা মনে করা উচিত নয়। এমন কেউ বিরলই হবে যে এইরূপ এতক্ষণ উল্টো টাঙ্গানো থাকা সত্ত্বেও কষ্ট অনুভব না করে পরামনন্দের অনুভূতি পায়। বরং ব্যথা বা কষ্ট পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। তাই এমন মনে হয় যে, এখানে সমাধি অবস্থার চিত্র আঁকা হয়েছে। আনন্দ দুরকমের হয় - প্রথম ঐন্দ্রিক এবং দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক। ঈশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয় ও শরীর মনের প্রবৃত্তির রচনা বাহ্যমুখী করেছেন। তাই যখন সেগুলি (ইন্দ্রিয় ও মন) নিজেদের বিষয় পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন আমরা ইন্দ্রিয় চৈতন্যতা প্রাপ্ত করি, যার ফলস্বরূপ আমরা সুখ ও দুঃখ পৃথক বা সম্মিলিত ভাবে অনুভব করি, পরমানন্দ নয়। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয় ও মনকে বিষয় পদার্থ থেকে সরিয়ে অন্তর্মুখী করে আত্মার উপর কেন্দ্রিভূত করা হয় তখন আমাদের আধ্যাত্মিক বোধ জাগ্রত হয় এবং সেই আনন্দ মুখ দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। "আমি পরমানন্দে ছিলাম এবং সেই মূহূর্তের বর্ণনা আমি কিভাবে

করতে পারি?" এই শব্দগুলির দ্বারা বোঝা যায় যে গুরু তাঁকে সমাধি অবস্থায় রেখে চঞ্চল ইন্দ্রিয় ও মনরূপী জল থেকে দূরে রেখেছিলেন।

উপবাস এবং শ্রীমতি গোখ্‌লে ঃ-

বাবা স্বয়ং কখনো উপবাস করেননি এবং তিনি অন্যদেরও করতে দিতেন না। যারা উপবাস করে, তাদের মন কখনো শান্ত থাকে না। সে ক্ষেত্রে ওদের পরমার্থের প্রাপ্তি কিভাবে সম্ভব? সর্বপ্রথম আত্মার তৃপ্তি আবশ্যক। ক্ষুধার্ত থেকে **খালি পেটে ঈশ্বর প্রাপ্তি হতে পারে না।** যদি পেটে অন্ন ও পুষ্টি না থাকে তাহলে আমরা কোন চোখ দিয়ে ঈশ্বর দর্শন করব, কোন্ জিভ দিয়ে তাঁর মহানতা বর্ণনা করব এবং কোন কান দিয়ে তাঁর লীলা শ্রবণ করব? সারাংশ এই যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যথেষ্ট ভোজন ও শান্তি পেয়ে যখন বলিষ্ঠ থাকে, তখনই আমরা ভক্তি এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্য সাধনা করতে পারি। **তাই আমাদের উপবাস বা অত্যধিক ভোজন, কোনটাই করা উচিত নয়। আহারে সংযম রাখা শরীর ও মন, দুইয়ের জন্যই উত্তম।** শ্রীমতি কাশীবাঈ কাণিট্‌কর (শ্রীসাই বাবার এক ভক্ত) কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে শ্রীমতি গোখ্‌লে দাদা কেলকরের কাছে শিরডী আসেন। উনি এই দৃঢ় সংকল্প করে আসেন যে, বাবার শ্রী চরণে বসে তিন দিন উপবাস করবেন। ওঁর শিরডী পৌঁছবার আগেই বাবা দাদা কেলকরকে বলেন- "আমি দোলের দিন নিজের সন্তানদের ক্ষুধার্ত দেখতে পারি না। যদি ওদের অনাহারেই থাকতে হয়, তাহেল আমি এখানে আছি কি করতে?" পরের দিন ঐ মহিলা দাদা কেলকরের সাথে মস্‌জিদে পৌঁছে বাবার চরণকমলের কাছে বসতেই বাবা বলেন- **"উপবাসের প্রয়োজনটাই কি?** দাদা ভট্টের বাড়ী গিয়ে 'পুরণপোলী' তৈরী করো। ওঁর ছেলে-মেয়েদের খাওয়াও ও নিজেও খাও।" সেটা ছিল দোলের দিন এবং সেই সময় শ্রীমতি কেলকর মাসিক ধর্মে ছিলেন। দাদাভট্টের বাড়ীতে খাবার তৈরী করার কেউ ছিল না। তাই বাবার যুক্তি খুবই সাময়িক প্রমাণিত হয়। শ্রীমতি গোখ্‌লে দাদাভট্টের বাড়ী গিয়ে রান্না করে সবাইকে খাইয়ে নিজেও খান। কি চমৎকার এই গল্প ও কত সুন্দর তাঁর শিক্ষা!

বাবার 'সরকার' ঃ-

বাবা নিজের ছোটবেলার একটি কাহিনী এই ভাবে বর্ণনা করেন -

ছোটবেলায় জীবিকা উপার্জন করার জন্য আমি বীডগ্রাম যাই। সেখানে আমি জরির কাজ পাই এবং পূর্ণ উৎসাহ ও একাগ্র মনে কাজ করতাম। আমার কাজ দেখে

মালিক খুব খুশী হতেন। আমার সাথে আরো তিনটে ছেলে কাজ করত। প্রথম জন ৫০ টাকা, দ্বিতীয়জন ১০০ টাকা এবং তৃতীয়জন ১৫০ টাকা পেত। আমি ঐ তিনজনের চেয়ে দ্বিগুণ কাজ করতাম। আমার নিপুণতা দেখে মালিক আমার প্রশংসা করতেন। উনি আমায় খুব ভালবাসতেন এবং আমায় একটা পোষাকও উপহার দেন। তার মধ্যে মাথায় পাগড়ী ও গা ঢাকার জন্য একটা শালও ছিল। সেই পোষাকটি আমার কাছে এখনও নতুনই রাখা আছে। আমি ভাবলাম যে মানুষ দ্বারা নির্মিত সব কিছুই তো নশ্বর ও অপূর্ণ। কিন্তু আমার 'সরকার' (ভগবান) যা দেন সেটাই শেষ পর্যন্ত থাকবে। মানুষের দেওয়া কোন উপহারের সাথে তার তুলনা সম্ভব নয়। আমার মালিক বলেন- "নাও, নাও।" লোকেরা আমার কাছে এসে বলে- "আমায় দাও, আমায় দাও।" কিন্তু আমি যা বলি, তার দিকে কেউ মন দেয় না। আমার মালিকের ভাণ্ডার (আধ্যাত্মিক ভান্ডার) ভরপুর এবং সমানেই উপছে পড়ছে। আমি তো বলি- গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে যাও। মায়ের খাঁটি সন্তান হলে, এই সম্পদে নিজেকে পূর্ণ করে নেবে। আমার ফকিরের কৌশল, আমার ভগবানের লীলা ও আমার 'সরকারের' দক্ষতা অতুলনীয়। আমার আর কি, এই শরীর মাটির সঙ্গে মিলে সমস্ত ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়ে যাবে এবং এই সুযোগ আর কখনো পাবে না। আমি যেখানেই যাই, যেখানেই বসি, মায়া আমায় কষ্ট দেয়। তা সত্ত্বেও আমি নিজের ভক্তদের কল্যাণের বিষয়ে সর্বদা উৎসুক থাকি। **যে যাই করুক, একদিন তার ফল সে অবশ্যই পাবে এবং যে আমার এই কথা মনে রাখবে, সে অমূল্য সুখশান্তির অধিকারী হবে।**

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।